দৈনিক খবর

তারিখ 14 JAN 1988
পৃষ্ঠা ... ... 1 ... কলাম ... 2

004

প্রাথমিক শিক্ষক কল্যাণ ট্রাস্ট সমাচার

॥ শাহজাহান সরদার ॥

স্বজনপ্রীতি, দুর্নীতি ও স্বেচ্ছাচারিতার কারণে বাংলাদেশ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় শিক্ষক কল্যাণ ট্রাস্টের আসল উদ্দেশ্য ব্যাহত হচ্ছে। অপ্রাথমিক শিক্ষকের নেতৃত্বাধীন একটি প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির সংগঠন গড়ে তোলার কাজে পুরোপুরি এই কল্যাণ ট্রাস্ট ব্যবহৃত হচ্ছে। — ৭-এর পাতায় দেখুন

প্রাথমিক শিক্ষক কল্যাণ

প্রথম পৃষ্ঠার পর

রাষ্ট্রপতি এরশাদের প্রতিশ্রুতির ভিত্তিতে ১৯৮৫ সাল থেকে প্রাথমিক শিক্ষক কল্যাণ ট্রাস্ট যাত্রা শুরু করে। রাষ্ট্রপতি ট্রাস্টকে প্রাথমিকভাবে ২০ লাখ টাকা অনুদানও দেন। এই জন্য একটি ট্রাস্টি বোর্ডের বিধান রেখে গঠন প্রকৃতি ও কার্যক্রমের সার্বিক বর্ণনাসহ গেজেট প্রকাশ করা হয়।

বিধি অনুযায়ী প্রাথমিক শিক্ষক মহা-পরিদপ্তরের মহা-পরিচালক, একজন পরিচালক, উপ-পরিচালক (প্রশাসন) ও শিক্ষা মন্তরণালয় ও শিক্ষা পরিদপ্তরের ৮ জন কর্মকর্তাসহ ১১ জন এবং সরকারের সাথে পরামর্শক্রমে প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির ১০ জন প্রতিনিধি অর্থাৎ মোট ২১ জন নিয়ে এই ট্রাস্টি বোর্ড গঠিত হবে। কিন্তু প্রশ্ন দেখা দিয়েছে প্রাথমিক শিক্ষক প্রতিনিধি নিয়ে। দেশে ২টি বড় সরকারী প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি রয়েছে। কিন্তু গত দু'বছর ধরে একটিমাত্র শিক্ষক সমিতির প্রতিনিধিদেরই শুধুমাত্র ট্রাস্টি বোর্ডে নেয়া হয়েছে। অথচ এই সমিতির প্রধান হচ্ছেন একজন অপ্রাথমিক শিক্ষক। অন্যদিকে পুরোপুরি প্রাথমিক শিক্ষকদের নেতৃত্বাধীন অন্য আরেকটি সমিতির কোন প্রতিনিধিই নেয়া হচ্ছে না। এই ব্যাপারে সমিতিটি বিভিন্ন পর্যায়ে ধর্ণা দিয়েও কোন ফল পাচ্ছে না। তাঁরা অন্ততঃ ট্রাস্টি বোর্ডের প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির শতকরা ৫০ ভাগ সদস্য চেয়েও ব্যর্থ হয়েছেন।

বিধি অনুসারে শুধুমাত্র প্রাথমিক শিক্ষক প্রতিনিধিরাই ট্রাস্টি বোর্ডের সভায় উপস্থিত থাকতে পারেন। কিন্তু ট্রাস্টি বোর্ডের প্রতিটি সভায়ই সদস্য না হয়েও একটি প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির সভাপতি বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন অধ্যাপক নিয়মিত উপস্থিত থাকেন এবং সমস্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণে তিনি ট্রাস্টি বোর্ডকে প্রভাবিত করেন বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। বিধি বহির্ভূতভাবে তিনি সভায় উপস্থিত থাকার পরও ট্রাস্টি বোর্ডের অন্যান্য সদস্যরা চুপ মেরে থাকেন। উল্লেখ্য যে, এই বোর্ডের চেয়ারম্যান হচ্ছেন প্রাথমিক শিক্ষা পরিদপ্তরের মহা-পরিচালক।

কল্যাণ ট্রাস্টের তহবিল সংক্রান্ত বিধিমালা এখনও প্রণয়ন না হওয়া সত্ত্বেও গত ক'বছরে ট্রাস্টের প্রায় ৪ লাখ টাকা ব্যয় হয়ে গেছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। ট্রাস্টি বোর্ডের কোন সর্বসম্মত প্রস্তাব ছাড়াই কল্যাণ ট্রাস্টের টাকা বহিরাগত ব্যক্তিরা প্রভাব খাটিয়ে নিজেদের পছন্দমত লোকজনদের ফান্ড থেকে অর্থ সাহায্য দিচ্ছে।

সবচেয়ে মারাত্মক অভিযোগটি এসেছে ক্ষমতাসীন শিক্ষক সমিতিটি সম্পূর্ণ রাজনৈতিক স্বার্থে শিক্ষক কল্যাণ ট্রাস্টকে ব্যবহার করছে। প্রাথমিক শিক্ষা অফিস থেকে উক্ত সমিতির প্রধানের মাধ্যমে শিক্ষকদের বেতন থেকে চাঁদা কেটে রাখার জন্য উপজেলা শিক্ষা অফিসারদের নির্দেশ দেয়া হয়েছে বলে জানা গেছে। ট্রাস্টের সদস্য হওয়া বাধ্যতামূলক না হলেও এই সমিতিটি স্থানীয় শিক্ষা প্রশাসনগুলোকে কাজে লাগিয়ে শিক্ষকদের সদস্য হতে বাধ্য করছে বলেও অভিযোগ রয়েছে। দেশের বিভিন্ন এলাকার বহুসংখ্যক অভিযোগ করেছেন যে, অপ্রাথমিক শিক্ষকের নেতৃত্বাধীন শিক্ষক সমিতি কল্যাণ ট্রাস্টকে সম্পূর্ণ নিজেদের রাজনৈতিক ও সংগঠনের স্বার্থে ব্যবহার করছে। এই সমিতি ক্যান্টনমেন্ট এলাকার ট্রাস্টের অফিসকেই নিজেদের অফিস হিসেবে ব্যবহার করছে।

দেশে বর্তমানে প্রায় ১ লাখ ৬০ হাজার প্রাথমিক শিক্ষক রয়েছেন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মোহাম্মদপুরে সমিতিকে একটি তিনতলা বাড়ী দিয়েছিলেন। সে বাড়ীরও এখন কোন খবর নেই। মরহুম রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান ১৯৭৮ সালে কাফরুলে প্রাথমিক শিক্ষকদের জমি দেন এবং ৫ লাখ টাকা অনুদান হিসেবে দেন। কিন্তু সেখানে এই পর্যন্ত মাত্র ৩০ হাজার টাকা ব্যয় করে একটিমাত্র টিন শেড করা হয়েছে। অন্য টাকার কোন সঠিক হিসেবও নেই বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।